যুগান্তর

25 OCT 2013

কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি মিলছে এ সরকারের আমলেই

গঠন হচ্ছে কওমি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকার প্রদত্ত কোনো শর্ত নয়, বরং কওমি মাদ্রাসার আলেমদের শর্ত মেনেই এসব ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেয়া সনদের স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে সরকার। এ বক্তব্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। তারা বলছেন, এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। সরকারের এই মেয়াদেই তাদের জন্য প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রণীত আইনের খসড়া আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠছে। জানা গেছে, অন্তত ছয়টি শর্ত মেনে সরকার কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে— কওমি মাদ্রাসা কখনও এমপিওভুক্ত হবে না। কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। প্রচলিত কওমি মাদ্রাসা-বোর্ডগুলো তাদের স্ব স্ব বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। কওমি মাদ্রাসার নেসাব ও নেযামে তালিমে (পাঠ্যক্রমে) কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। মাদ্রাসার পরিচালনা পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। সূত্র জানায়, 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' নামে সরকার যে কমিশন গঠন করেছিল, তাতেই এসব শর্তের কথা রয়েছে। তবে সরকারের এই উদ্যোগে সন্তুষ্ট নয় কওমি মাদ্রাসা সংশ্লিষ্টরা। নাম প্রকাশ না করে একাধিক আলেম জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে সরকার 'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার আড়ালে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মনে করেন তারা। এমনকি কওমি মাদ্রাসার বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে একটি 'বেফাক' সংশ্লিষ্টরা এই 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন। জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কিংবা হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। বোর্ডে ১৫ সদস্য থাকবে। তাদের মধ্যে সরকারের প্রতিনিধি থাকবেন মাত্র একজন। বাকি সবাই কওমি মাদ্রাসার আলেম। প্রায় দেড়শ' বছর আগে উপমহাদেশে চালু হয় এই কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সরকারের এখন পর্যন্ত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। স্থানীয় পর্যায়ে দান-অনুদানে এসব মাদ্রাসা চলছে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে আলেম হচ্ছেন। তবে তাদের সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। ফলে সরকারি চাকরি মেলে না।